বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের হিসাবের উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০০৩-২০০৪

প্রথম খন্ড

(অডিট রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ ঃ ১৬/৫/১৪১৩ বঃ
৩১/৮/০৬ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহা পরিচালকের মন্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ কতিপয় অফিসের ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাবের উপর ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যে সকল আপত্তি বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সে সকল আপত্তিসমূহকে সন্নিবেশ করে আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের উপর ৫(পাঁচ) টি এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের উপর ২(দুই) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসহ সর্বমোট ৭(সাত) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে সকল আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি দৃষ্টিগোচরে আনা হল তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসর/বৎসরসমূহের মোট আর্থিক লেনদেনের পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষার ফল মাত্র। অতএব, আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নিরীক্ষা মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র নমুনামূলক, এগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের ভুল-ত্রুটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম যেন আর সংঘটিত না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ২৭/৮/০৬

(ওয়াজির আহ্‌মেদ ফাতেহ)
মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য
(Information About the Audit)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান **(Audited Units)**	ঃ	ডাক ডাক বিভাগের আওতাধীন ৩৯টি অফিস এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৩২টি অফিস।
নিরীক্ষার প্রকৃতি **(Nature of Audit)**	ঃ	কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা
নিরীক্ষিত বৎসরসমূহ **(Audited Years)**	ঃ	২০০৩-২০০৪
নিরীক্ষা কৌশল **(Audit Approach)**	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা
নিরীক্ষা দলের সংখ্যা **(Number of Audit Teams)**	ঃ	১১(এগার) টি
নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল **(Audit Information Collection Technique)**	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ
নিরীক্ষা তথ্যসমূহের ধরণ **(Pattern of Audit Information)**	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যসমূহ।

অডিট ফাইন্ডিংস

১.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

ক্রমিক নম্বর	শিরোনাম	টাকা
১	৪	৫
১ (ক হতে চ)	বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট টেলিফোন বিল এবং পি,এ,বি,এক্স এর বার্ষিক ভাড়া অনাদায়ী।	৫৪,৬০,৫৭,১৮৪
২ (ক হতে ঙ)	অফিস সংস্থাপনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বাইরের অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ শ্রমিক/ ঠিকাদার নিয়োগের ফলে সরকারী অর্থের ক্ষতি।	১১,৫৬,৪৮১
৩	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিলের টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে নগদে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয়।	৫,৭৮,০৫৮
৪	এয়ারকুলার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাইরের শ্রমিক / ঠিকাদার নিয়োগের ফলে সরকারী অর্থের ক্ষতি।	৬৬,৫৬০
৫ (ক ও খ)	আলকাটেল এম,ডি,এফ এবং ডিজিটাল সুইচরুমের ধুলাবালি পরিস্কার, টেলিফোন সংযোগ, টেলিফোন লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ কাজে বহিরাগত শ্রমিকের মজুর বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	২,৫৯,২০০
	মোট =	৫৪,৮১,১৭,৪৮৩

অডিট ফাইন্ডিংস

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	শিরোনাম	টাকা
১	৪	৫
১।	বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	৩,৮৭,০৯৯
২।	বাস্তব যাচাইকালে বিভিন্ন মূল্যমানের নন-পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প এবং বিভিন্ন প্রকার ষ্ট্যাম্প প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা কম প্রাপ্তি।	৫৪,৪২,০২,৩১০
	মোট =	৫৪,৪৫,৮৯,৪০৯

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ- (Causes of Irregularities and Losses).

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

১ ॥ সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।

২ ॥ বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

৩ ॥ লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে যাচাই না করা।

৪ ॥ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করা।

৫ ॥ নন-পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প এবং বিভিন্ন প্রকার ষ্ট্যাম্প কম প্রাপ্তি।

নিরীক্ষার সুপারিশমালা (Audit Recommendations) ঃ

বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

১ ॥ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট টেলিফোন বিল বাবদ অনাদায়ী অর্থ আদায় করা।

২ ॥ অফিস সংস্থাপনে নিয়মিত লোকবল থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কাজে না লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার কাজে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক / ঠিকাদার নিয়োগ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে খরচের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহনসহ সমুদয় টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

৩ ॥ বিভিন্ন প্রকার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিলের টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে অনিয়মিতভাবে নগদে পরিশোধের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশমালা (Audit Recommendations) ঃ
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

১ ॥ বাজেট বরাদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী দ্বারা নিয়মিত করা আবশ্যক।

২ ॥ বাস্তব যাচাই কালে বিভিন্ন মূল্যমানের নন-পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প এবং বিভিন্ন প্রকার ষ্ট্যাম্প কম প্রাপ্তির মূল্যমান সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের হিসাবের উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০০৩-২০০৪

দ্বিতীয় খন্ড

(মূল নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য	৩
গুরুতর আর্থিক অনিয়ম	৫
১.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার	৭-৯
গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১১
১.০২ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ (বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড)	১৩-২৭
১.০৩ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ (বাংলাদেশ ডাক বিভাগ)	২৯-৩২
মহা পরিচালকের মন্তব্য	৩৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ ঃ ১৬/৫/১৪১৩ বঃ
৩১/৮/০৬ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম

১.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	শিরোনাম	টাকা
১	২	৪	৫
১ (ক হতে চ)	বিটিএন্ডটি বোর্ডের ৩টি অফিস	বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট টেলিফোন বিল এবং পি,এ,বি,এক্স এর বার্ষিক ভাড়া অনাদায়ী।	৫৪,৬০,৫৭,১৮৪
২ (ক হতে ঙ)	বিটিএন্ডটি বোর্ডের ১১টি অফিস	অফিস সংস্থাপনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বাইরের অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ শ্রমিক/ ঠিকাদার নিয়োগের ফলে সরকারী অর্থের ক্ষতি।	১১,৫৬,৪৮১
৩	বিটিএন্ডটি বোর্ডের ৪টি অফিস	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিলের টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে নগদে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয়।	৫,৭৮,০৫৮
৪	বিটিএন্ডটি বোর্ডের ২টি অফিস	এয়ারকুলার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাইরের শ্রমিক / ঠিকাদার নিয়োগের ফলে সরকারী অর্থের ক্ষতি।	৬৬,৫৬০
৫ (ক ও খ)	বিটিএন্ডটি বোর্ডের ২টি অফিস (বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৩(তিন)টি অফিসের সামগ্রিক কার্যাবলীর উপর প্রণীত বিশেষ নিরীক্ষা)।	আলকাটেল এম,ডি,এফ এবং ডিজিটাল সুইচরুমের ধুলাবালি পরিস্কার, টেলিফোন সংযোগ, টেলিফোন লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ কাজে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	২,৫৯,২০০
			মোট =৫৪,৮১,১৭,৪৮৩

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	শিরোনাম	টাকা
১	২	৪	৫
১	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ৪টি অফিস	বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	৩,৮৭,০৯৯
২	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ১টি অফিস	বাস্তব যাচাইকালে বিভিন্ন মূল্যমানের নন-পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প এবং বিভিন্ন প্রকার ষ্ট্যাম্প প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা কম প্রাপ্তি।	৫৪,৪২,০২,৩১০
			মোট =৫৪,৪৫,৮৯,৪০৯

গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

১.০২ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১ ॥ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট টেলিফোন বিল এবং পি,এ,বি,এক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ ৫৪,৬০,৫৭,১৮৪ টাকা অনাদায়ী।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১(ক) ॥
শিরোনামঃ- পি,এ,বি,এক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ ১২,১৩,২৯০ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্ট ঃ ১(ক) এ বর্ণিত ১(এক)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ হিসাব সালের পি,এ,বি,এক্স এর বার্ষিক ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট পি,এ,বি,এক্স এর ভাড়া বাবদ ১২,১৩,২৯০ টাকা অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

- টেলিফোন রাজস্ব একাউন্টস্ ম্যানুয়েল এর ১০৭ ধারা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সাময়িকভাবে এবং ৫৯ দিনের মধ্যে বকেয়া বিল পরিশোধ করা না হলে স্থায়ী ভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধির আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। সময়মত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে উক্ত অনাদায়ী অর্থ আদায় করা সম্ভব ছিল।

ফলাফল ঃ- উল্লিখিত বিধি যথাযথভাবে প্রয়োগ না করায় বর্ণিত অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ-অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিভাগীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ-বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১৭-৪-২০০৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব বরাবরে ১৯-৬-২০০৫ তারিখে একটি আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ- পি,এ,বি,এক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ ১২,১৩,২৯০ টাকা অনাদায়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বর্ণিত অর্থ আদায়কল্পে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১(খ) ॥

শিরোনামঃ- সরকারী অফিসসমূহের টেলিফোন বিল বাবদ মোট ৪৪,৯৯,৯৫,৪০৮ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্টঃ-১(খ) এ উল্লিখিত ২(দুই)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে পারসোনাল লেজার (পি,এল) রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সরকারী অফিসসমূহের নিকট বকেয়া টেলিফোন বিল বাবদ ৪৪,৯৯,৯৫,৪০৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ঃ-অম/অবি/বাস্ত/উঃ উঃ-২/৭১ তার ও টেলিফোন(৩৭)/৯৪/৬২৭, তারিখ ঃ-৫-৯-১৯৯৪ অনুযায়ী জুলাই ১৯৯৪ মাস থেকে সরকারী টেলিফোন বিল বুক এ্যাডজাষ্টমেন্টের পরিবর্তে নগদে পরিশোধ করতে হবে।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে এ বিপুল পরিমাণ টেলিফোন বিলের অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।

ফলাফলঃ- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করায় সরকারী অফিসসমূহের টেলিফোন বিলের বকেয়ার পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-পরিশিষ্টঃ-১(খ) এ উল্লিখিত ২(দুই)টি অফিসের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, বকেয়া বিল আদায়ের জন্য নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- বিষয়টিকে গুরুতর অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২১-১১-২০০৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সচিব বরাবরে ৫-৭-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-সরকারী অফিসসমূহের বকেয়া টেলিফোন বিল বাবদ মোট ৪৪,৯৯,৯৫,৪০৮ টাকা আদায়ের জন্য জরুরী ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১(গ) ॥

শিরোনামঃ-আধা-সরকারী গ্রাহকগণের নিকট টেলিফোন বিল বকেয়া বাবদ মোট ৮,৬৭,৬১,৮১৯ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্টঃ-১(গ) এ উল্লেখিত ২(দুই)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল-রেজিষ্টার, পার্সোনাল লেজার (পি-এল) এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক আধা-সরকারী সংস্থার নিকট টেলিফোন বিল বাবদ ৮,৬৭,৬১,৮১৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- টেলিফোন রাজস্ব ম্যানুয়ালের ১০৭ নম্বর ধারা মোতাবেক সময়মত টেলিফোন বিল পরিশোধ করা না হলে উক্ত বিল পরিশোধ করার নিমিত্তে ১০(দশ) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে গ্রাহক বরাবরে নোটিশ জারী করতে হবে। উক্ত ১০(দশ) দিনের ভেতর গ্রাহক বকেয়া বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ জারী করতে হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত টেলিফোনের গ্রাহক ৫৯(উনষাট) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত সংযোগ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি মোতাবেক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ বিপুল পরিমাণ টেলিফোন বিলের টাকা অনাদায়ী রয়েছে এবং খেলাপী গ্রাহকদের বিধি-বহির্ভূতভাবে টেলিফোন ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

ফলাফলঃ-সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করায় টেলিফোন বিলের বকেয়া টাকার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-পরিশিষ্টঃ-১(গ) এ উল্লিখিত অফিসদ্বয়ের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-৪-২০০৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯-৬-২০০৫ একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- আধা-সরকারী গ্রাহকগণের নিকট টেলিফোন বিল বকেয়া বাবদ মোট ৮,৬৭,৬১,৮১৯ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১(ঘ) ॥

শিরোনামঃ-প্রাইভেট গ্রাহকদের নিকট টেলিফোন বিলের বকেয়া বাবদ ৩৮,২৭,২১১ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্টঃ-১(ঘ) এ উল্লিখিত ২(দুই)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে পারসোনাল লেজার (পি,এল) রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বেশ কিছু সংখ্যক বেসরকারী গ্রাহকের নিকট টেলিফোন বিল বকেয়া বাবদ ৩৮,২৭,২১১ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- টেলিফোন রাজস্ব ম্যানুয়াল এর ১০৭ নম্বর ধারা মতে সময়মত টেলিফোন বিল পরিশোধ করা না হলে উক্ত বিল পরিশোধ করার নিমিত্তে ১০(দশ) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে গ্রাহক বরাবরে নোটিশ জারী করতে হবে। উক্ত ১০(দশ) দিনের মধ্যে গ্রাহক বকেয়া বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ জারী করতে হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত টেলিফোনের গ্রাহক ৫৯ (উনষাট) দিনের মধ্যে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত সংযোগ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ বিপুল পরিমাণ টেলিফোন বিলের টাকা অনাদায়ী অবস্থায় রয়েছে এবং টেলিফোন বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও খেলাপী গ্রাহকগণ মাসের পর মাস টেলিফোনের সুবিধা ভোগ করছেন।

- শুধুমাত্র সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য নোটিশ জারী করে খেলাপী টেলিফোন গ্রাহকদের বিরুদ্ধে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ না করে বরং টেলিফোনের সুবিধা প্রদান বিল অনাদায়ী থাকার অন্যতম কারণ। আলোচ্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার তালিকা প্রস্তুত করে বিভাগীয় অফিস সমূহে প্রেরণ করার দায়-দায়িত্ব এ,ও,টি,আর অফিসের থাকা সত্ত্বেও উক্ত অফিস দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি।

ফলাফলঃ- বিধি মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় টেলিফোন বিলের বকেয়া দিন দিনই বাড়ছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং বকেয়া টাকা আদায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ-বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২১-১১-২০০৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব বরাবরে ৫-৭-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-প্রাইভেট গ্রাহকদের নিকট বকেয়া টেলিফোন বিলের ৩৮,২৭,২১১ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ সমুদয় টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১(ঙ) ॥

শিরোনামঃ- মাননীয় সংসদ সদস্যগণের নিকট টেলিফোন বিল বাবদ ২৮,৬৯,২৯০ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্টঃ-১(ঙ) এ বর্ণিত ৩(তিন)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে পারসোনাল লেজার (পি,এল) রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, সম্মানিত সংসদ সদস্যগণের নিকট টেলিফোন বিল বাবদ ২৮,৬৯,২৯০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, অষ্টম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্যের নিকট উক্ত টাকা অনাদায়ী রয়েছে। উল্লেখ্য যে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ০১-৭-২০০৩ তারিখ হতে টেলিফোন বিল বাবদ মাসিক ছয় হাজার টাকা প্রাপ্য এবং টেলিফোন বিল বাবদ সমুদয় অর্থ নগদে পরিশোধ যোগ্য।

- আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ মাসে ছয় হাজার টাকা টেলিফোন বিল বাবদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও টেলিফোন বিল পরিশোধ করেননি। ফলে উক্ত পরিমাণ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

ফলাফলঃ- টেলিফোন বিল পরিশোধ না করায় উক্ত অর্থ বকেয়া রয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-পরিশিষ্টঃ-১(ঙ) এ বর্ণিত অফিসসমূহের জবাবে জানান যে, মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট হতে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ-বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে ২১-১১-২০০৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব মহোদয়ের বরাবরে ৫-৭-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- সরকারী নির্দেশ মোতাবেক অষ্টম জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট হতে টেলিফোন বিলের বকেয়া বাবদ ২৮,৬৯,২৯০ টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১(চ) ॥

শিরোনামঃ-বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার নিকট টেলিফোন বিল বাবদ ১৩,৯০,১৬৬ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্টঃ-১(চ) এ উল্লিখিত ৩(তিন)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে পারসোনাল লেজার (পি,এল) রেজিষ্টার ও নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার নিকট বকেয়া টেলিফোন বিল বাবদ ১৩,৯০,১৬৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- টেলিফোন রাজস্ব ম্যানুয়ালের ১০৭ নম্বর ধারা মোতাবেক সময়মত টেলিফোন বিল পরিশোধ করা না হলে উক্ত বিল পরিশোধ করার নিমিত্তে ১০(দশ) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে গ্রাহক বরাবরে নোটিশ জারী করতে হবে। উক্ত ১০(দশ) দিনের মধ্যে গ্রাহক বকেয়া বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ জারী করতে হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত টেলিফোনের গ্রাহক ৫৯(উনষাট) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত সংযোগ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি মোতাবেক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ বিপুল পরিমাণ টেলিফোন বিলের টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

ফলাফলঃ-সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় টেলিফোন বিলের বকেয়া টাকার পরিমাণ দিন দিনই বাড়ছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-পরিশিষ্ট-১(চ) এ উল্লিখিত ৩টি অফিসের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, বকেয়া বিল আদায়ের জন্য নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ-বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২১-১১-২০০৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব বরাবরে ৫-৭-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার নিকট টেলিফোন বিল বাবদ ১৩,৯০,১৬৬ টাকা অনাদায়ের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সমুদয় টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-২ ॥ অফিস সংস্থাপনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বাইরের অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ শ্রমিক/ ঠিকাদার নিয়োগের ফলে ১১,৫৬,৪৮১ টাকা সরকারী অর্থের ক্ষতি।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-২(ক) ॥

শিরোনাম ঃ-টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুম, মেইন ডিষ্ট্রিবিউশন ফ্রেম (এম,ডি,এফ) রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি এবং এক্সচেঞ্জের অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাইরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ ৪,৫৫,২৮৫ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয়।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্টঃ-২(ক) এ বর্ণিত ৬(ছয়)টি বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুম, মেইন ডিষ্ট্রিবিউশন ফ্রেম (এম,ডি,এফ) রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে সংশ্লিষ্ট অফিসের সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করে তাদের মজুরী বাবদ মোট ৪,৫৫,২৮৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-১৯৯২ তারিখের স্মারক নম্বরঃ-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯৯-৭০৭ এর পরিপন্থী।

- উল্লিখিত আদেশে বর্ণিত আছে যে, টিএন্ডটি বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জসমূহে অবস্থিত "সুইচরুম, এম,ডি,এফ, টেষ্ট রুম, এবং পিবিএক্স রুমের যন্ত্রাংশ মেরামত, পরিস্কার, সোলডারিং, ওয়্যারিং ও ওভার হোলিং প্রভৃতি কাজের জন্য বাইরে থেকে দক্ষ ও অদক্ষ লোক সাময়িকভাবে নিয়োগ বাবদ প্রতি মাসে বিপুল অর্থ অপচয় করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অনিয়ম পরিহার করার লক্ষ্যে এ ধরণের কার্যক্রম পরিত্যজ্য।"

ফলাফলঃ-ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করার কারণে এ ধরণের সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাইরের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোক নিয়োজিত করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ টিএন্ডটি বোর্ডের এ প্রকারের সুক্ষ্ম কারিগরী কাজ সমাধা করার জন্য বাইরের কোন লোক পাওয়ার কথা নয়। তদুপরি বর্ণিত স্থান সমূহ অত্যন্ত নিরাপত্তামূলক হওয়ায় বহিরাগতদের প্রবেশও সংরক্ষিত। বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৪-৪-২০০৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সচিব বরাবরে ২৯-৬-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ভেতরে বহিরাগত শ্রমিক অনিয়মিতভাবে নিয়োগের মাধ্যমে ৪,৫৫,২৮৫ টাকা পরিশোধের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সমুদয় অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-২(খ) ॥

শিরোনামঃ- বিভিন্ন কেরিয়ার ও বেতার কেন্দ্র, মাইক্রোওয়েভ, ইউ এইচ এফ, রেডিও লিংক, ভি,এফ,টি ও টেলেক্স এর বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা মেরামত ও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নগদে অর্থ পরিশোধ করায় ২,৫৩,৩০০ টাকা সরকারী অর্থের অপচয়।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ পরিশিষ্ট ঃ-২(খ)এ বর্ণিত ২(দুই)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ সালের বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, অফিস সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কেরিয়ার ও বেতার কেন্দ্রের মাইক্রোওয়েভ, ইউ,এইচ,এফ রেডিও লিংকের "ট্রান্স পাইলট" ভি,এফ,টি ও টেলেক্স এর বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন দেখিয়ে ২,৫৩,৩০০ টাকা নগদে পরিশোধ করা হয়েছে, যা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-১৯৯২ তারিখের স্মারক নম্বরঃ-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯৯-৭০৭ এবং আই,এ,সি ১ম খণ্ডের আর্টিকেল-১২ এর পরিপন্থী।

- টিএন্ডটি এর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাহিরের কোন দক্ষ লোক পাওয়ার কথা নয় মর্মে উল্লিখিত স্মারকে বর্ণিত আছে। এছাড়া উপরোল্লিখিত স্থানসমুহ নিরাপত্তামূলক বিধায় বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ফলাফলঃ-ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দ্দেশ এবং আইএসি, ১ম খন্ড, আর্টিকেল-১২ উপেক্ষা করায় এ ধরণের সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-পরিশিষ্টে উল্লেখিত অফিস ২টির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, গ্রাহক সেবার স্বার্থে এবং সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত কাজ করানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ টিএন্ডটি এর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাহিরের কোন দক্ষ লোক পাওয়ার কথা নয় মর্মে উল্লিখিত স্মারকে বর্ণিত আছে। বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৯-২-২০০৫ তারিখে একটি পত্র এবং ৪-৫-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে বহিরাগত ঠিকাদার নিয়োগ ও নগদে ২,৫৩,৩০০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সমুদয় টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-২(গ) ॥

শিরোনামঃ- টেলিফোন লাইনের কেবিনেট, ডিপি,বক্স, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অনিয়মিতভাবে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ ২,২১,৮০০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয়।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্ট ঃ-২(গ) এ বর্ণিত ১(এক)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, টেলিফোন লাইনের কেবিনেট এবং ডিপি বক্সের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের নামে বাহিরের অনভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ২,২১,৮০০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

- সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে সরকারী অর্থ অপচয় করা হয়েছে।

- এছাড়া আলোচ্য কাজসমূহ সম্পন্ন করতে ষ্টোর ব্যবহার অপরিহার্য্য থাকা সত্ত্বেও কোন ষ্টোর ব্যবহার করা হয়নি। এতদ্ব্যতীত, বিলে কাজের পরিমাণ উল্লেখ ছিল না এবং ই এন জি-৩ মোতাবেক কতজন শ্রমিক প্রকৃত অর্থে আলোচ্য কাজে প্রয়োজন ছিল তা নির্ধারণ করা হয়নি। কাজের নামে বাইরের লোক নিয়োগ দেখিয়ে মজুরী পরিশোধ পূর্বক সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

ফলাফলঃ-উল্লেখিত কাজে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে এ ধরণের অপচয় করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের লোক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ টিএন্ডটি এর যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে বাহিরের কোন দক্ষ লোক পাওয়ার কথা নয়। তাছাড়া ষ্টোর ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হলো এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা হয়নি। বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১২-৫-২০০৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব বরাবরে ৩১-৮-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-অফিস সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে টেলিফোনের লাইনের কেবিনেট ও ডিপি বক্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ পরিশোধকৃত ২,২১,৮০০ টাকা আদায় সহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-২(ঘ) ॥

শিরোনামঃ-প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও টেলেক্স টেলিপ্রিন্টার এক্সচেঞ্জের যন্ত্রাংশ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাহিরের ইলেকট্রিশিয়ান নিয়োগ করে তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১,১৯,৩৮৫ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্ট ঃ-২(ঘ) এ বর্ণিত ১(এক) টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব স্থানীয় নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, টেলেক্স, টেলিপ্রিন্টার এক্সচেঞ্জের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ইনভারটার কন্ট্রোল কার্ড, ডায়ড চেক কয়েল, জেনারেল ট্রান্সফরমার এবং কারখানার টি ১০০০ ওকি, অটো এটাচমেন্ট ভিজিট, পারফোরেটর, এফডিইউ ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও ওভারহোলিং কাজে বাহিরের ইলেকট্রিশিয়ান নিয়োগ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ১,১৯,৩৮৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-১৯৯২ তারিখের স্মারক নম্বরঃ-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯৯-৭০৭ এর পরিপন্থী।

- উক্ত স্মারকে টিএন্ডটি বোর্ডের বাইরে এ ধরণের সুক্ষ্ম কাজ করার মত জনবল সহজলভ্য নয় মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এ সকল স্থানে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক কাজ রয়েছে তা বিভাগীয় লোকবল দ্বারাই করানো সম্ভব। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, বাহিরের লোক নিয়োগ দেখিয়ে উক্ত টাকা ক্ষতি করা হয়েছে।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লেখিত আদেশে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন কক্ষ ও বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক কাজে বাহিরের লোক নিয়োগ করে সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

ফলাফলঃ-মন্ত্রণালয়ের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করার কারণে এ ধরণের সরকারী অর্থের অপচয় হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, কাজের পরিধি অনুযায়ী জনবল অপ্রতুল ও সরকারী কাজের স্বার্থে বিভাগীয় দক্ষ লোকের সাহায্যকারী হিসাবে বাহিরের লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত স্মারক অনুযায়ী টিএন্ডটি বোর্ডের এ প্রকারের কারিগরী কাজ সমাধা করার জন্য বাহিরের কোন লোক পাওয়ার কথা নয়। বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৭-৪-২০০৫ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ভেতরে বহিরাগত শ্রমিক অনিয়মিতভাবে নিয়োগের মাধ্যমে ১,১৯,৩৮৫ টাকা পরিশোধের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহনসহ সমূদয় টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-২(ঙ) ॥

শিরোনামঃ-এন,ডব্লিউ,ডি, এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেখিয়ে নগদে ১,০৬,৭১০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয়।

বিষয়বস্তুঃ-বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ পরিশিষ্ট ঃ-২(ঙ) এ উল্লিখিত ১(এক)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, অফিস সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও এন,ডব্লিউ,ডি এক্সচেঞ্জের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে মোট ১,০৬,৭১০ টাকা নগদে পরিশোধ করা হয়েছে যা, যা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-১৯৯২ তারিখের স্মারক নম্বরঃ-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯৯-৭০৭ এর পরিপন্থী।

- উল্লিখিত আদেশে বর্ণিত আছে যে, টিএন্ডটি বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জসমূহে অবস্থিত "সুইচরুম, এম,ডি,এফ, টেষ্ট রুম, এবং পিবিএক্স রুমের যন্ত্রাংশ মেরামত, পরিস্কার, সোলডারিং, ওয়্যারিং ও ওভার হোলিং প্রভৃতি কাজের জন্য বাইরে থেকে দক্ষ ও আধা-দক্ষ লোক সাময়িকভাবে নিয়োগ বাবদ প্রতি মাসে বিপুল অর্থ অপচয় করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অনিয়ম পরিহার করার লক্ষ্যে এ ধরণের কার্যক্রম পরিত্যাজ্য।

- আই,এ,সি ১ম খন্ডের আর্টিকেল-১২ মোতাবেক ঠিকাদারের বিল চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে মর্মে বিধি থাকলেও তা অমান্য করে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে নগদে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

ফলাফলঃ-ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি উপেক্ষা করে এ ধরণের সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-পিটিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের প্যারা ২২ ও ২৩ মোতাবেক সরকারী সম্পদ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, সার্বক্ষনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার এবং সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে সিস্টেম ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য যে কোন কাজ করণের দায়িত্ব বিভাগীয় প্রকৌশলীর উপর ন্যস্ত রয়েছে। সে মোতাবেক কাজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত পত্র অনুযায়ী টিএন্ডটি বোর্ডের এ প্রকারের কারিগরী কাজ সমাধা করার জন্য বাহিরের কোন লোক পাওয়ার কথা নয়। বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩-৪-২০০৫ তারিখে একটি পত্র এবং ২৩-১১-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে ঠিকাদারকে চেকের পরিবর্তে নগদে ১,০৬,৭১০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সমুদয় টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৩ ॥

শিরোনামঃ-ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিলের ৫,৭৮,০৫৮ টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে নগদে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্ট ঃ-৩ এ বর্ণিত ৪(চার)টি অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, মালামাল পরিবহন ও বিভিন্ন প্রকার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন দেখিয়ে ৫,৭৮,০৫৮ টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে নগদে পরিশোধ করা হয়েছে।

- আই,এ,সি, ১ম খন্ডের আর্টিকেল-১২ মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে চেকে অর্থ পরিশোধ না করে নগদে অর্থ পরিশোধ করে এসিই-২ বিল ভাউচার সমন্বয় করা হয়েছে, যা বিধি সম্মত নয়।

ফলাফলঃ-সরকারী আর্থিক বিধি বিধান প্রতিফলিত হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, ইউনিট কর্মকর্তার চেক ইস্যু করার ক্ষমতা না থাকায় ঠিকাদারের বিল নগদে পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সরকারী বিধি-বিধান উপেক্ষা করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিলের টাকা নগদে পরিশোধ করা হয়েছে। বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৭-৩-২০০৫ তারিখে একটি পত্র এবং ১৭-৫-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-বিধি-বহির্ভূতভাবে ৫,৭৮,০৫৮ টাকা ব্যয়ের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৪ ॥ এয়ারকুলার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাইরের শ্রমিক/ঠিকাদার নিয়োগ নিয়োগের ফলে ৬৬,৫৪০ টাকা সরকারী অর্থের ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ-

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্ট ঃ-৪ এ উল্লিখিত ২(দুই)টি বিভাগীয় অফিসের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের বিল ভাউচার নিরীক্ষা যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বাইরের অনভিজ্ঞ শ্রমিক দ্বারা এয়ারকুলার মেরামতের নামে ৪৪,১৬০ টাকা এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নগদে ২২,৪০০/- টাকা সর্বমোট ৬৬,৫৪০/- টাকা পরিশোধ করায় সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

  আলোচ্য কাজে নিম্নলিখিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- এয়ারকুলার মেরামতের জন্য বিভাগীয় প্রকৌশলী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ বিদ্যমান। উক্ত বিভাগের মাধ্যমে মেরামত কাজ সম্পন্ন না করে বাইরের অনভিজ্ঞ শ্রমিক দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন করার যৌক্তিকতা নেই।

- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা কাজ সম্পাদনের পূর্বে বিভাগীয় প্রকৌশলী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কাজটি সম্পন্ন অপারগতার ছাড়পত্র গ্রহন করা আবশ্যক ছিল।

- আই,এ,সি ১ম খণ্ডের আর্টিকেল-১২ মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ঠিকাদারকে চেকে অর্থ পরিশোধ না করে নগদে অর্থ পরিশোধ করে এসিই-২ বিল ভাউচার সমন্বয় করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়।

ফলাফল ঃ-বিধি-বিধান প্রতিপালন না করার ফলে সরকারী অর্থের অপচয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ-স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, এয়ারকন্ডিশন খারাপ হলে সুইচরুমের যন্ত্রপাতির তাপ বেড়ে যায় সে কারণে সাথে সাথে তা মেরামতের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তা / কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে বাইরের দক্ষ লোকের মাধ্যমে এয়ার কন্ডিশন মেরামত করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-এয়ারকন্ডিশন মেরামতের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা সত্ত্বেও বাইরের লোক দ্বারা মেরামত কাজ সম্পাদন অনিয়মিত। বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১২-৫-২০০৫ তারিখে একটি পত্র এবং ৩১-৮-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ-এয়ারকুলার মেরামতের নামে বিধি-বহির্ভূতভাবে ৬৬,৫৪০/- টাকা ব্যয়ের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৫ ॥ আলকাটেল এম,ডি,এফ এবং ডিজিটাল সুইচরুমের ধুলাবালি পরিস্কার, টেলিফোন সংযোগ, টেলিফোন লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ কাজে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী বাবদ ২,৫৯,২০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৫ (ক) ॥

শিরোনাম ঃ আলকাটেল এম,ডি,এফ এবং ডিজিটাল সুইচরুমের ধুলাবালি পরিস্কারসহ বিভিন্ন কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী বাবদ ১,২৮,৪০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিষয়বস্তু ঃ-বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্ট ঃ-৫(ক) এ উল্লিখিত ১টি বিভাগীয় অফিসের ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ হিসাব সাল পর্যন্ত ক্যাশবহি, অস্থায়ী অগ্রিম সিডিউল নথি, অস্থায়ী অগ্রিম রেজিষ্টার এবং এসিই-২ বিল ভাউচার বিশেষভাবে নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, নীলক্ষেত ডিজিটাল সুইচরুম-(১) এবং আলকাটেল এম,ডি,এফ এর বিভিন্ন মালামাল ধুলাবালি পরিস্কারসহ বিভিন্ন কাজের নামে অদক্ষ বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী বাবদ ১,২৮,৪০০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ক)**। অথচ এ সমস্ত কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটের অধীনে বিভাগীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসএই-৪জন, টিসিটি-৯জন, টিসিএম-৯জন, টিও-৪জন, তার কর্মী-৪জন, ক্লিনার-৭জন, সুইপার-২জন, গার্ড-৪জন,এল,এল-১জন এবং ৮৮জন মাষ্টাররোল শ্রমিক নিয়োজিত আছেন।

এম ডি এফ এবং সুইচরুম একটি কী-পয়েন্ট স্থাপনা। এ ধরণের স্থাপনায় বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। অধিকন্ত ডিজিটাল এক্সচেঞ্জের নির্মাণ শৈলী এ রকম যে সেখানে ধুলাবালি পরিস্কারের ব্যবস্থা সিস্টেমের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে।

ফলাফল ঃ- প্রয়োজনীয় জনবল থাকা সত্বেও বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করায় সরকারী অর্থের অপচয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মন্তব্য ঃ-এক্সচেঞ্জের প্রকৌশলী নির্মান শৈলী অনুযায়ী যথোপযুক্ত লোকবল অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই রক্ষনাবেক্ষন কাজের সময় বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ- এক্সচেঞ্জের যন্ত্রপাতি বাইরের কোন লোকের পক্ষে মেরামত করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া ডিজিটাল সুইচরুমের ধুলাবালি পরিস্কার কাজে Blower Machine ব্যবহার করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় করায় তা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৫ (খ) ॥

শিরোনাম ঃ আলকাটেল এমডিএফ এক্সচেঞ্জ এর ধুলা বালি পরিস্কার, টেলিফোন সংযোগ, টেলিফোন লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কাজে বহিরাগত শ্রমিক মজুরী বাবদ ১,৩০,৮০০ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ-বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন পরিশিষ্ট ঃ-৫(খ) এ উল্লিখিত ১টি বিভাগীয় অফিসের ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ হিসাব সাল পর্যন্ত ক্যাশবহি, অস্থায়ী অগ্রিম রেজিষ্টার, সিডিউলের নথি, এসিই-২ বিল-ভাউচার নিরীক্ষান্তে দেখা গেল যে, আলকাটেল এমডিএফ এক্সচেঞ্জ এর ধুলাবালি পরিস্কার, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ বিভিন্ন কাজের নামে বাহিরাগত শ্রমিক মজুরী বাবদ ১,৩০,৮০০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-খ)।

সংশ্লিষ্ট ইউনিটের অধীনে বিভাগীয় কাজে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসএই-৩জন, মনিটর-২জন, টিসিএম-২জন, এসটিও-৭জন, টিও-১৪জন, ব্যাটারীম্যান-২জন, তার কর্মী ১জন,এল,এল-১জন, এমএলএসএস-১জন এবং ৮৮ জন মাষ্টাররোল শ্রমিক নিয়োজিত আছেন। তারা উল্লিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট।

এম ডি এফ এবং সুইচরুম একটি কী-পয়েন্ট স্থাপনা। এ ধরণের স্থাপনায় বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। অধিকন্ত ডিজিটাল এক্সচেঞ্জের নির্মাণ শৈলী এ রকম যে সেখানে ধুলাবালি পরিস্কারের ব্যবস্থা সিস্টেমের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে।

ফলাফল ঃ- প্রয়োজনীয় জনবল থাকা সত্বেও বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করায় সরকারী অর্থের অপচয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মন্তব্য ঃ-এক্সচেঞ্জের প্রকৌশলী নির্মান শৈলী অনুযায়ী যথোপযুক্ত লোকবল অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই রক্ষণাবেক্ষন কাজের সময় বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-এক্সচেঞ্জের যন্ত্রপাতি বাইরের কোন লোকের পক্ষে মেরামত করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া ডিজিটাল সুইচরুমের ধুলাবালি পরিষ্কার কাজে Blower Machine ব্যবহার করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় করায় তা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

১.০৩ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১ ॥

শিরোনামঃ-বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ৩,৮৭,০৯৯ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিষয়বস্তুঃ- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন পরিশিষ্টঃ-১ এ বর্ণিত ৪টি প্রধান ডাকঘরের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের হিসাব বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অনিয়মিতভাবে ৩,৮৭,০৯৮/৯৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে, যা Posts And Telegraphs (পি এন্ড টি) ম্যানুয়াল, ২য় (দ্বিতীয়) খন্ডের ৭৮৩(১) নম্বর ধারার পরিপন্থী। উক্ত ধারায় উল্লেখ আছে, "That expenditure is not incurred under any head in excess of the funds allotted to that head. If the existing allotment is inadequate, this fact must be brought to the notice of higher authority and the reasons explained fully. It will then be for that authority either to increase the allotment or to accept the responsibility of refusing the increase applied for, or (in very exceptional cases) for authorising expenditure in excess of the allotment Heads of Circles must realise that, unless their allotments are actually so increased, or unless special authority is formally conveyed to them to spend in excess of them, they will be held responsible that the funds allotted to them for expenditure under each head are not exceeded." উল্লিখিত বিধি লংঘন করার কারণে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

ফলাফলঃ- পি এন্ড টি ম্যানুয়াল ২য় (দ্বিতীয়) খন্ডের ৭৮৩(১) নম্বর ধারা লংঘন করায় বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মন্তব্যঃ-পরিশিষ্ট ঃ-১ এ বর্ণিত ৪টি অফিসসমূহ জবাবে জানান যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ফলাফল পরবর্তী পর্যায়ে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৮-১২-২০০৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব বরাবরে ১১-৪-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ৩,৮৭,০৯৯ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ অতিরিক্ত ব্যয়িত সমুদয় টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২ ॥

শিরোনামঃ- বাস্তব যাচাইকালে বিভিন্ন মূল্যমানের নন-পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প এবং বিভিন্ন প্রকার ষ্ট্যাম্প প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা ৫৪,৪২,০২,৩১০ টাকা কম প্রাপ্তি।

বিষয়বস্তুঃ- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন পরিশিষ্ট ঃ-২ এ বর্ণিত এসি ষ্ট্যাম্পস্ এর ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের ষ্টক লেজার বাস্তব যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন মূল্যমানের নন-পোষ্টাল এবং বিভিন্ন প্রকার ষ্ট্যাম্প বাবদ যথাক্রমে (৫৩,৮৩,২৯,৭৫০+৫৮,৭২,৫৬০) সর্বমোট =৫৪,৪২,০২,৩১০ টাকার ষ্ট্যাম্পস্ প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা কম পাওয়া যায়।

ফলাফল ঃ-প্রকৃত মওজুদ অপেক্ষা কম ষ্ট্যাম্পের প্রাপ্তিতে সরকারী অর্থের ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ-বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে প্রতিবেদন পাওয়ার পর বাস্তব অবস্থার নিরিখে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১-১২-২০০৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব বরাবরে ৯-৩-২০০৫ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ- বাস্তব যাচাই কালে উদ্‌ঘাটিত কম প্রাপ্ত ষ্ট্যাম্পের মূল্য বাবদ ৫৪,৪২,০২,৩১০/- টাকা দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

মহাপরিচালকের মন্তব্য

ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের কতিপয় অফিসের ২০০৩-২০০৪ সাল এবং তৎপূর্ববর্তী কতিপয় সালের হিসাব বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তর নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।

উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তারিখ ঃ ২৭/৮/০৬

স্বাক্ষরিত

(ওয়াজির আহ্‌মেদ ফাতেহ)
মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।